দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 25 APR 2004
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

পরীক্ষা আসলেই আশার বাণী শোনানো হয়, শেষ হলেই তা মিলিয়ে যায়

রেজানুর রহমান ॥ শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বক্তৃতা-বিবৃতি অব্যাহত থাকলেও নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিলেবাস সম্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না। ক্লাসে উপস্থিতির হার নিয়েও কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। মাধ্যমিক শাখার ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত ক্যালেন্ডার প্রণয়নের কথা ছিল। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন এ ব্যাপারে ঘোষণাও দিয়েছেলেন। অথচ ক্যালেন্ডারটি এখনও প্রকাশ হয়নি। শিক্ষার মানের অবনতির কারণে দেশের সাড়ে ৮ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বন্ধ করার প্রাথমিক ঘোষণা দেয়া হলেও পরবর্তীতে বিষয়টি আর গুরুত্ব পায়নি। ফলে এক ধরনের অস্থিরতার মধ্যে চলছে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় প্রতিবছরই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় নকলসহ লেখাপড়ার মান নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডসহ শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী, অংক ও বিজ্ঞানের যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকার

প্রণীত হয়নি শিক্ষা ক্যালেন্ডার

অভাব পূরণের কথা ওঠে। বলা হয়, অবিলম্বে যোগ্য শিক্ষকের অভাব পূরণ করা হবে। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হলে সব আশ্বাসের কথা মিলিয়ে যায়। কাজের কাজ কিছুই হয় না। মাত্র কয়েকদিন আগে শেষ হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার নকল প্রবণতা ছিল অনেক কম। কিন্তু ছাত্রের পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছেন শিক্ষক। একটি সূত্র জানায়, এবার এসএসসিতে সারাদেশে দেড় শতাধিক শিক্ষককে বহিষ্কার করা হলেও গত বছরের মত এবারও শিক্ষকরা 'সাধারণ ক্ষমা' পাবার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে এ ব্যাপারে দেন-দরবারও শুরু হয়েছে। শিক্ষার মানের অবনতির কারণে সারাদেশে নিকৃষ্ট মানের সাড়ে ৮ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার, নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ডের পরীক্ষায় পাসের হার প্রায় শূন্যের কোঠায়। একটি সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠানগুলোকে যে কোন মূল্যে চালু রাখার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রেও 'মানবিক বিবেচনা'র আবদার করা হচ্ছে।